

আল-ফিকহুল আকবর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মুরজিয়া মতবাদ, নেক আমল, মুজিয়া-কারামত, আখিরাত, ঈমান-ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ
রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

মুরজিয়া মতবাদ, নেক আমল, মুজিয়া-কারামত, আখিরাত, ঈমান-ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গে ইমাম আ'যম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) যা বলেন

ইমাম আ'যম আবু হানীফা নু'মান ইবন সাবিত (রাহ) বলেন:

وَلَا نَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَضُرُّهُ الذُّنُوبُ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ يَخْلُدُ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا. وَلَا نَقُولُ: إِنَّ حَسَنَاتِنَا مَقْبُولَةٌ وَسَيِّئَاتِنَا مَغْفُورَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِيَّةِ. وَلَكِنْ نَقُولُ: الْمَسْأَلَةُ مُبَيَّنَّةٌ مَفْصَلَةٌ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكَفْرِ وَالرَّدَّةِ وَالْأَخْلَاقِ السَّيِّئَةِ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُضَيِّعُهَا بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثَبِّتُهَا عَلَيْهِ. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَةِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكَفْرِ وَلَمْ يَتَّبِعْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتَّى مَاتَ مُؤْمِنًا فَإِنَّهُ فِي مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِالنَّارِ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ أَصْلًا. وَالرِّيَاءُ إِذَا وَقَعَ فِي عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ، وَكَذَلِكَ الْعُجْبُ.

وَالْآيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالْكَرَامَاتُ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقٌّ. وَأَمَّا الَّتِي تَكُونُ لِأَعْدَائِهِ مِثْلُ إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَالْجَالِ مِمَّا رَوَى فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُ كَانَ وَيَكُونُ لَهُمْ لَا تُسَمِّيْنَهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ، وَلَكِنْ تُسَمِّيْنَهَا قَضَاءَ حَاجَاتِ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ اسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوبَةً لَهُمْ فَيَعْتَرُونَ بِهِ وَيَزْدَادُونَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وَذَلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَمُمْكِنٌ. وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ، وَرَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَرْزُقَ.

وَاللَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ بِلَا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ.

وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصَدِيقُ، وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِ بِهِ، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْيَقِينِ وَالتَّصَدِيقِ. وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَفَاضِلُونَ بِالْأَعْمَالِ. وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى. فَمِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ فَرَقَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَلَكِنْ لَا يَكُونُ إِيمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ، وَلَا يُوجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيمَانٍ، وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبُطْنِ، وَالدِّينِ اسْمٌ وَقَعَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا. نَعْرِفُ اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ، وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَهُ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ. وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيمَانِ فِي ذَلِكَ، وَيَتَفَاوَتُونَ فِيمَا دُونَ الْإِيمَانِ

فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى مُتَفَضِّلٌ عَلَى عِبَادِهِ عَادِلٌ، قَدْ يُعْطِي مِنَ الثَّوَابِ أَضْعَافَ مَا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَضُّلاً مِنْهُ، وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَذَاباً مِنْهُ. وَقَدْ يَعْفُو فَضْلاً مِنْهُ.

وَشَفَاعَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَقٌّ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا ﷺ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُذْنِبِينَ وَلِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْهُمْ الْمُسْتَوْجِبِينَ الْعِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ، وَوزُنُ الْأَعْمَالِ بِالْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ، وَالْوَزْنُ وَالْقِصَاصُ فِيمَا بَيْنَ الْخُصُومِ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَطَرَحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ. وَحَوْضُ النَّبِيِّ ﷺ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَانِ أَبَداً. وَلَا تَمُوتُ الْحُورُ الْعِينُ أَبَداً، وَلَا يَفْنَى عِقَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَثَوَابُهُ سَرْمَداً.

বঙ্গানুবাদ:

আমরা বলি না যে, পাপ মুমিনের কোনো ক্ষতি করবে না। আমরা এও বলি না যে, মুমিন জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আমরা এও বলি না যে, মুমিন অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। মুমিন যদি ফাসিক বা পাপী হয় কিন্তু ঈমানসহ পৃথিবী ত্যাগ করে তবে তার বিষয়ে আমরা এরূপ বলি না। আমরা বলি না যে, আমাদের নেক কর্মগুলো কবুলকৃত এবং পাপরাশি ক্ষমাকৃত। মুরজিয়াগণ এরূপ বলে। বরং আমরা বলি যে, এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। যে ব্যক্তি সকল শর্ত পূরণ করে এবং সকল বিনষ্টকারী ত্রুটি হতে মুক্ত থেকে কোনো নেক কর্ম করবে এবং কুফর বা ধর্মত্যাগ দ্বারা (বা অশোভন আচরণ দ্বারা)[1] তার নেককর্মটি বিনষ্ট করবে না এবং ঈমানসহ পৃথিবী ত্যাগ করবে আল্লাহ তার কর্মটি নষ্ট করবেন না, বরং তিনি তা কবুল করবেন এবং তাকে তার জন্য সাওয়াব প্রদান করবেন। কোনো মানুষ যদি শির্ক ও কুফর ছাড়া অন্য কোনো পাপ কর্ম করে তাওবা না করে ঈমানসহ মৃত্যুবরণ করে তবে তার বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছাধীন থাকবে। মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাকে জাহান্নামে কোনোরূপ শাস্তিই দিবেন না। রিয়া যদি কোনো কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে তবে তা সে কর্মের পুরস্কার বাতিল করে দেয়। ‘উজব’ও তদ্রূপ।

নবীগণের জন্য ‘আয়াত’ প্রমাণিত। এবং ওলীগণের কারামত সত্য। আর ইবলীস, ফিরাউন, দাজ্জাল ও তাদের মত আল্লাহর দুশমনদের দ্বারা যে সকল অলৌকিক কর্ম সাধিত হয়, যে সকল অলৌকিক কর্মের বিষয়ে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের দ্বারা তা সংঘটিত হয়েছিল বা হবে, সেগুলোকে আমরা আয়াত বা কারামত বলি না, বরং এগুলোকে আমরা তাদের ‘কাযায়ে হাজাত’ বা প্রয়োজন মেটানো বলি। কারণ আল্লাহ তাঁর দুশমনদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেন ‘ইসতিদরাজ’ হিসেবে -তাদেরকে তাদের পথে সুযোগ দেওয়ার জন্য- এবং তাদের শাস্তি হিসেবে। এতে তারা ধোঁকাগ্রস্ত হয় এবং আরো বেশি অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসে নিপতিত হয়। এগুলি সবই সম্ভব।

মহান আল্লাহ স্রষ্টা ছিলেন সৃষ্টি করার পূর্ব থেকেই। তিনি রিষকদাতা ছিলেন সৃষ্টিকে রিষক প্রদানের পূর্ব থেকেই। আর আখিরাতে মহান আল্লাহ পরিদৃষ্ট হবেন। জাহান্নামের মধ্যে অবস্থানকালে মুমিনগণ তাঁকে দর্শন করবেন তাদের নিজেদের চর্মচক্ষু দ্বারা। এ দর্শন সকল তুলনা ও স্বরূপ-প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে। মহান আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো দূরত্ব হবে না।

ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন। বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে (আরকানুল ঈমানের দিক থেকে)) আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা-গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে এবং কমে। এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই

সমান। কর্মের ক্ষেত্রে তাদের মর্যাদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে।

ইসলাম অর্থ আল্লাহর নির্দেশের জন্য আত্মসমর্পন করা এবং অনুগত হওয়া। আভিধানিকভাবে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে বাস্তবে ও ব্যবহারে ইসলাম ছাড়া কোনো ঈমান হয় না এবং ঈমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। কাজেই ঈমান ও ইসলাম হলো পিঠের সাথে পেটের ন্যায়। ঈমান, ইসলাম ও সমস্ত শরীয়তকে একত্রে দীন বলা হয়।

মহান আল্লাহর সত্যিকার মা'রিফাত (পরিচয়) আমরা লাভ করেছি, তিনি যেভাবে তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে তাঁর সকল বিশেষণ সহকারে। তবে কেউই মহান আল্লাহর সঠিক পরিপূর্ণ ইবাদত করতে সক্ষম নয়, যে রূপ ইবাদত তাঁর পাওনা। বান্দা তাঁর ইবাদত করে তাঁর নির্দেশ মত, যেভাবে তিনি তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রাসূলের (ﷺ) সুন্নাতে নির্দেশ দিয়েছেন। মা'রিফাত (পরিচয় লাভ), ইয়াকীন (বিশ্বাস), তাওয়াক্কুল (নির্ভরতা), মহব্বত (ভালবাসা), রিয়া (সন্তুষ্টি), খাওফ (ভয়), রাজা (আশা) এবং এ সকল বিষয়ের ঈমান-এর ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান। তাদের মর্যাদার কমবেশি হয় মূল ঈমান বা বিশ্বাসের অতিরিক্ত যা কিছু আছে তার সবকিছুতে।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের উপর করুণাকারী ও ন্যায়বিচারক। তিনি মেহেরবানি করে অনেক সময় বান্দার প্রাপ্য সাওয়াবের চেয়ে অনেকগুণ বেশি পুরস্কার প্রদান করেন। কখনো তিনি ন্যায়বিচার হিসেবে পাপের শাস্তি প্রদান করেন। কখনো মেহেরবানি করে পাপ ক্ষমা করেন।

নবীগণের শাফা'আত সত্য। পাপী মুমিনগণ এবং কবীরা গোনাহকারীগণের জন্য, পাপের কারণে যাদের জাহান্নাম পাওনা হয়েছিল তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন আমাদের নবী (ﷺ)-র শাফা'আতও সত্য। কিয়ামাতের দিন তুলাদন্ডে আমল ওয়ন করাও সত্য। কিয়ামাতের দিন বিবাদকারীদের মধ্যে পুণ্যকর্মের মাধ্যমে বদলার ব্যবস্থা করা সত্য। যদি তাদের সাওয়াব বা নেককর্ম না থাকে তবে পাওনাদারের পাপ তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও সত্য ও সম্ভব। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাউয সত্য। জাহ্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে (পূর্বেই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।) জাহ্নাত ও জাহান্নাম কখনোই বিলুপ্ত হবে না। আয়তলোচনা হুরগণ কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। মহান আল্লাহর অনন্ত-চিরস্থায়ী শাস্তি ও পুরস্কার কখনোই বিলুপ্ত হবে না।

ফুটনোট

[1] আল-ফিকহুল আকবরের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এ অতিরিক্ত বাক্যাংশটি বিদ্যমান।